রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৭ সনের ১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৫, ২০১৭

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—১২
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—১৮
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৩৬
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

এডিবি-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২০ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৯.৫১২.০২৪.০১.০২.০২৩.২০১৫-১৬৫—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সংগে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িতব্য "P49423: Bangladesh Power System Enhancement and Efficiency Improvement Project" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে লোন নেগোসিয়েশনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো।

(ক)	জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ	যুগ্ম-সচিব (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	দলনেতা
(খ)	জনাব নাসিমা মহসিন	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
(গ)	জনাব মোঃ মইনুল কবির	উপ-সচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(ঘ)	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী	উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ)	ড. শাহ মোঃ হেলাল উদ্দীন	উপ-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(চ)	শেখ মোঃ শরীফ উদ্দিন	উপ-প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
(ছ)	জনাব মিজানুর রহমান খান	সদস্য (বিতরণ ও অপারেশন), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)।	সদস্য
(জ)	জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ মিয়া	পরিচালক (সাসটেইনেবল এনার্জি), পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(ঝ)	জনাব অরুন কুমার সাহা	চীফ ইঞ্জিনিয়ার (পিএন্ডডি), পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)।	সদস্য
(ঞ)	জনাব জগদীশ চন্দ্র মন্ডল	নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো)।	সদস্য
(ট)	জনাব মোহাঃ অলিউল্লাহ মিয়া	উপ-সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	সদস্য

০২। নেগোসিয়েশনের তারিখ, সময় ও স্থানঃ

তারিখ	সময়	স্থান
২৩-২৪ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ	সকাল ১০.০০ টা থেকে শুরু	এডিবি'র বাংলাদেশ আবাসিক মিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।

০৩। উপরে বর্ণিত লোন নেগোসিয়েশন প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য যথাসময়ে নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাঃ আলিউল্লাহ মিয়া
উপ-সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-২ (কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ/২৪ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৭.১২.০৪৪.১২-৫৫৪—যেহেতু, জনাব মোঃ সফি-উল-আলম, সহকারী কর কমিশনার, সার্কেল সুনামগঞ্জ, কর অঞ্চল-সিলেট (বর্তমানে-সহকারী কর কমিশনার, কর অঞ্চল-বরিশাল) এর বিরুদ্ধে ২০১০-২০১১ করবর্ষে সুনামগঞ্জ আয়কর অফিসে সর্বোচ্চ ও দীর্ঘ মেয়াদী করদাতা মনোনয়নে অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী "দুর্নীতিপরায়ন (Corrupt)" এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(বি) অনুযায়ী চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) অথবা ঐ বিধিমালার অধীনে অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি কেন প্রদান করা হবে না তার কারণ লিখিতভাবে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

যেহেতু, জনাব মোঃ সফি-উল-আলম কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন। তার লিখিত জবাব পর্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সফি-উল-আলম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ধারায় আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারায় অভিযোগ গঠন করে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে দীর্ঘ মেয়াদি আয়কর দাতা নির্বাচন সংক্রান্ত নীতিমালা লংঘন করে জালিয়াতির মাধ্যমে ১৯৮২-১৯৮৩ হতে ১৯৯৫-১৯৯৬ খ্রিঃ করবর্ষের একজনের কর নথি অন্যজনের TIN এ স্থানান্তর এর ক্ষেত্রে ১৯টি আদেশ পত্রে ঘষামাজা/কাটাকটি/ওভার রাইটিং করে দীর্ঘ মেয়াদি আয়কর দাতা হিসেবে প্রস্তাব করার সত্যতা পাওয়া যায়। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক কেন চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না সে মর্মে জনাব মোঃ সফি-উল-আলম এর বিপরীতে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব আনীত অভিযোগ খণ্ডনের জন্য যৌক্তিক নয় মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় জনাব মোঃ সফি-উল-আলম-কে চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় এর মতামত চাওয়া হয়।

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুরুতর বিবেচনায় তাঁকে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুসারে চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে কমিশন একমত পোষণ করেছে।

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন।

এক্ষণে, সেহেতু, জনাব মোঃ সফি-উল-আলম, সহকারী কর কমিশনার, সার্কেল-সুনামগঞ্জ, কর অঞ্চল, সিলেট (বর্তমানে-সহকারী কর কমিশনার, কর অঞ্চল-বরিশাল) কে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ নজিবুর রহমান
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৬ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৭৫৪-বিচার-৩/১ডি-০৫/২০০৯—যেহেতু, জামালপুরের সাবেক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, বর্তমানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ), জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে- অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০৫/২০০৯ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে- অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী জামালপুরের সাবেক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, বর্তমানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ), জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৫/২০০৯ নং বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে- অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৯ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৪ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৭৮৫-বিচার-৩/১ডি-১১/২০১১—যেহেতু, ঠাকুরগাঁওয়ের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ, বর্তমানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তা (জেলা ও দায়রা জজ), জনাব মোঃ রুহুল আমিন খোন্দকার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে- অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ১১/২০১১ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ রুহুল আমিন খোন্দকার এর কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে- অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ঠাকুরগাঁওয়ের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ, বর্তমানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তা (জেলা ও দায়রা জজ), জনাব মোঃ রুহুল আমিন খোন্দকার-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ১১/২০১১ নং বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে- অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৭৮৬-বিচার-৩/১ডি-১৫/২০০৯—যেহেতু, খুলনার সাবেক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, বর্তমানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ), জনাব মঈনুল হক এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে- অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ১৫/২০০৯ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, জনাব মঈনুল হক এর কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে- অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে খুলনার সাবেক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, বর্তমানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ), জনাব মঈনুল হক-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ১৫/২০০৯ নং বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে- অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-২১/২০১৬-৬১৯—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব নাছির উদ্দিন, পিতা-জনাব আবদুল মোনাফ সওদাগর-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে সকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ সোহেল আহমেদ
উপ-সচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ১৬ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৩৬/২০০৩-৫৫২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব কাজী রফিকুল ইসলাম, পিতা-কাজী আব্দুল মান্নান, মাতা-হাবিবা খানম, গ্রাম-পারদিঘী, ডাকঘর-থলপাড়া, উপজেলা-মির্জাপুর, জেলা-টাঙ্গাইল। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার ০৩ নং ফতেপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

মোঃ আনোয়ারুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ১৮ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-০৭/২০০০-৫৭০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মুহাম্মদ মুহসীন উদ্দিন, পিতা-মৃত মুসলেম উদ্দিন, মাতা-মোছাঃ রোকেয়া খাতুন, গ্রাম-আড়ুয়াকান্দী, ডাকঘর-তোলা, উপজেলা-হরিণাকুন্ডু, জেলা-ঝিনাইদহ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার ০৭ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

নং বিচার-৭/২এন-৮৮/৮০-৫৭২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, পিতা-মৃত আলী আহাম্মদ মোল্লা, মাতা-নূর জাহান বেগম, গ্রাম-দক্ষিণ ডামুড্যা, ডাকঘর-ডামুড্যা, উপজেলা-ডামুড্যা, জেলা-শরীয়তপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা উপজেলার ডামুড্যা পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ/১১ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

নং ১৬.০০.০০০০.০০৪.০৫.২৪৭.১৫-৩৮৪—উপর্যুক্ত বিষয়ে ১৯৮৩ সালের খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৭০)-এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করলেন:

(ক) চেয়ারম্যান	:	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
(খ) ভাইস-চেয়ারম্যান	:	জনাব জুয়েল আরেং, এম. পি.
(গ) ট্রাস্টি	:	(১) ড. বিনেডিক্ট আলো ডি' রোজারিও
		(২) জনাব নির্মল রোজারিও
		(৩) জনাব হিউবার্ট গমেজ
		(৪) জনাব জেমস সুব্রত হাজরা
		(৫) জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার

২। বোর্ড অব ট্রাস্টির মেয়াদকাল প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সরকার যে কোন ট্রাস্টির নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন। অনুরূপভাবে কোন ট্রাস্টি ইচ্ছা করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. মনিরুজ্জামান
সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
বেতার-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ আশ্বিন ১৪২৩/২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ১৫.০০.০০০০.০২১.২৭.০০৩.১৩-৩৯৬—যেহেতু, জনাব মোঃ মিরাজ উদ্দিন আহমেদ, আঞ্চলিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা (পিআরএল ভোগরত), ইতোপূর্বে আঞ্চলিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। উক্ত কর্মকালে তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৪ রুজুকরতঃ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২৯-০১-২০১৫ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০১.১৪.৩০ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৫-০৩-২০১৫ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৩-০৪-২০১৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, প্রাসংগিক সকল বিষয় বিবেচনা করে বিষয়টি তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে ১নং অভিযোগে পূর্বের চুরিগুলোতে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক প্রাথমিক পদক্ষেপ তিনি শুরু করেননি মর্মে প্রমাণিত হয়েছে। ২নং অভিযোগের বিষয়ে জনাব মোঃ মিরাজ উদ্দিন আহমেদ কিছু কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কিন্তু সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হননি। এটি তার উদাসিনতার ইঙ্গিত দান করে মর্মে প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ মিরাজ উদ্দিন আহমেদ, আঞ্চলিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা (পিআরএল ভোগরত), সাবেক আঞ্চলিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী, তদন্ত প্রতিবেদন এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৪-এ সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী তাকে তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরতুজা আহমদ
সচিব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৫১.০০.০০০০.৪১০.১৮.১১৩.১৩-৪৩৮—যেহেতু, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন বরগুনা সদর উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব রণজিৎ কুমার সরকার-এর বিরুদ্ধে বরগুনা সদর উপজেলার ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ১ম পর্যায়ের অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ৩টি প্রকল্পে ৮৮,০৫৩/৫০ টাকা আত্মসাতের ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন বিজ্ঞ আদালতে বিচারার্থে অনুমোদন জ্ঞাপন করেছে এবং বিচারকালে আসামী জনাব রণজিৎ কুমার সরকার-কে ২৯-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

সেহেতু, এক্ষণে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১ নং বিধি অনুযায়ী জনাব রণজিৎ কুমার সরকার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বরগুনা সদর, বরগুনা-কে সরকারি চাকরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। তাঁর বিরুদ্ধে উল্লিখিত বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করা হচ্ছে।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীর সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতাসহ অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ২৯-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম মোস্তফা
সচিব (দায়িত্বে)।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে]

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন-০৫ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ: ১০ কার্তিক ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৫ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪২.০৩৮.০২৪.০৮.০০.০১২.২০০৫-৪৪৫—উপর্যুক্ত বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জন্য অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট নিম্নবর্ণিত ৪৮ (আটচল্লিশ)টি পদ ০১-০৬-২০১৫ তারিখ হতে ৩১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত (২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে সংরক্ষণের জন্য নির্দেশক্রমে সরকারি সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	পদের নাম	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী)	পদ সংখ্যা
১.	সদস্য	সরকার কর্তৃক নিজ বেতনক্রমে নিয়োগযোগ্য	১(এক)টি
২.	পরিচালক	২৫৭৫০-৩৩৭৫০/- (৪র্থ গ্রেড)	১(এক)টি
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী	২২২৫০-৩১২৫০/- (৫ম গ্রেড)	৩(তিন)টি
৪.	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	১৮৫০০-২৯৭০০/- (৬ষ্ঠ গ্রেড)	৬(ছয়)টি
৫.	সহকারী প্রকৌশলী	১১০০০-২০৩৭০/- (৯ম গ্রেড)	২(দুই)টি
৬.	সহকারী পরিচালক/সহঃ কারিগরী কর্মকর্তা	১১০০০-২০৩৭০/- (৯ম গ্রেড)	১(এক)টি
৭.	প্রটোকল অফিসার	৮০০০-১৬৫৪০/- (১০ম গ্রেড)	১(এক)টি
৮.	হিসাব রক্ষক	৫৫০০-১২০৯৫/- (১৩তম গ্রেড)	১(এক)টি
৯.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৮০০০-১৬৫৪০/- (১০ম গ্রেড)	১(এক)টি
১০.	সহকারী গ্রন্থাগারিক	৬৪০০-১৪২৫৫/- (১১তম গ্রেড)	১(এক)টি
১১.	নকশাকারক	৪৯০০-১০৪৫০/- (১৫তম গ্রেড)	২(দুই)টি
১২.	সাঁট-লিপিকার কাম পিএ	৫৫০০-১২০৯৫/- (১৩তম গ্রেড)	২(দুই)টি
১৩.	সিঃ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৬৪০০-১৪২৫৫/- (১১তম গ্রেড)	২(দুই)টি
১৪.	হিসাব সহকারী	৪৯০০-১০৪৫০/- (১৫তম গ্রেড)	১(এক)টি
১৫.	উচ্চমান সহকারী	৪৯০০-১০৪৫০/- (১৫তম গ্রেড)	১(এক)টি
১৬.	জরিপকারী	৪৯০০-১০৪৫০/- (১৫তম গ্রেড)	১(এক)টি
১৭.	নিম্নমান সহকারী	৪৭০০-৯৭৪৫/- (১৬তম গ্রেড)	১(এক)টি
১৮.	গ্রন্থাগার সহকারী	৪৭০০-৯৭৪৫/- (১৬তম গ্রেড)	১(এক)টি
১৯.	টেলিফোন অপারেটর তথা অভ্যর্থনাকারী	৪৭০০-৯৭৪৫/- (১৬তম গ্রেড)	১(এক)টি
২০.	ডাটা এন্ট্রি অপাঃ কাম টাইপিষ্ট	৪৭০০-৯৭৪৫/- (১৬তম গ্রেড)	৪(চার)টি
২১.	গাড়ী চালক	৪৭০০-৯৭৪৫/- (১৬তম গ্রেড)	৩(তিন)টি
২২.	নিরাপত্তা প্রহরী	(চুক্তিভিত্তিক)	৩(তিন)টি
২৩.	বার্তা বাহক/এমএলএসএস	৪১০০-৭৭৪০/- (২০তম গ্রেড)	৭(সাত)টি
২৪.	সুইপার	(চুক্তিভিত্তিক)	১(এক)টি

২। উপর্যুক্ত অস্থায়ী পদের বেতন ও ভাতাদিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সাংবিধানিক কোড নং-৩, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালন ইউনিট-৩২৮৩, প্রাতিষ্ঠানিক কোড-৪৭০৫, অর্থনৈতিক কোড-৫৯০১ (সাধারণ মঞ্জুরী) ও অন্যান্য মঞ্জুরী বেতন বাবদ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে এ ব্যয় মিটানো হবে।

৩। এ আদেশ জারীতে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে এবং এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

হোসনেআরা আক্তার
উপসচিব।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৪

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ

নং পবম/পরিকল্পনা-৪/লালমাই বোটানিক্যাল/৮৮/২০১১/(অংশ নথি)/৩৯৯—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "লালমাই পাহাড় এলাকায় উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন" প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নোক্তভাবে নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

সভাপতি

০১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

০২। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর

০৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

০৪। উপপ্রধান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

০৫। প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

০৬। প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়

০৭। প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়

০৮। প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয়

০৯। প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ বিভাগ

১০। প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ

১১। প্রতিনিধি, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন

১২। প্রতিনিধি, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

১৩। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

১৪। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, সংশ্লিষ্ট শাখা।

সদস্য সচিব

১৫। প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক) প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন;

খ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত সমস্যাদি নিরসনকল্পে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

গ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিইসি)-কে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

ঘ) কমিটি বছরে অন্ততঃ তিন বার সভা করবে। প্রয়োজনে সভাপতি যে কোনো সময় সভা আহবান করতে পারবেন;

ঙ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ২২.০০.০০০০.০৮১.১৪.০০৫.১৫/৪০১—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "স্ট্রেনদেনিং মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট ইন দ্য মেঘনা রিভার ফর ঢাকাস সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নোক্তভাবে নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

সভাপতি

০১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

০২। অতিরিক্ত সচিব, (পরিবেশ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

০৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

০৪। অতিরিক্ত সচিব (পদূনি) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

০৬। উপপ্রধান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

০৭। প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

০৮। প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়

০৯। প্রতিনিধি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১০। প্রতিনিধি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১১। প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয়

১২। প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৩। প্রতিনিধি, বিনিয়োগ বোর্ড

১৪। প্রতিনিধি, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

১৫। প্রতিনিধি, আইএমইডি

১৬। প্রতিনিধি, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

১৭। প্রতিনিধি, ঢাকা ওয়াসা

১৮। প্রতিনিধি, কারখানা ও স্থাপনা পরিদপ্তর

১৯। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচার এন্ড এক্সপোর্টারস এসাসিয়েশেন (বিজিএমইএ)।

২০। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নীটওয়ার ম্যানুফ্যাকচার, এন্ড এক্সপোর্টারস এন্ড এসোসিয়েশেন (বিকেএমইএ)।

২১। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এরভায়রণমেন্টাল 'ল' এসোসিয়েশন (বেলা)।

২২। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

২৩। প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৪। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

সদস্য সচিব

২৫। প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক) প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত সমস্যাদি নিরসনকল্পে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

খ) পিআইসি কর্তৃক রেফারকৃত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তিতে দিকনির্দেশনা প্রদান;

গ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন ও ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রদান করা;

ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম কার্যকর ও সময়মত সম্পাদনে নির্দেশনা প্রদান করা;

ঙ) প্রকল্পের কার্য সম্পর্কিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সমস্যার সমাধান করা ও প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন করা;

চ) কমিটির সদস্যগণ বছরে কমপক্ষে ২ বার প্রকল্পের সার্বিক বিষয় নিয়ে সভা আহবান করবেন; ও

ছ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
জাহান আরা
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

নং ২২.০০.০০০০.০৭৫.০৩৩.০২.১৫-৮০—প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ও জাতীয় সিডিএম বোর্ডের সভাপতির সভাপতিত্বে ১৩ মার্চ, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নরূপ **"জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্স"** পুনঃগঠন করা করা হলো:

সভাপতি

মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সদস্যবৃন্দ

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

চেয়ারম্যান, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন অধ্যাপক।

সভাপতি কর্তৃক মনোনীত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ।

সদস্য সচিব

মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

কার্যপরিধিঃ

ক) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় ও গতিশীল করা;

খ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও তদারকী করা;

গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

ঘ) এ টাস্কফোর্স প্রয়োজনে যে কোন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে;

ঙ) টাস্কফোর্স প্রতি ছয় মাসে এক বার সভায় মিলিত হবে। তবে সভাপতি প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় সভা আহ্বান করতে পারবেন।

০২। পরিবেশ অধিদপ্তর "জাতীয় বর্জ্য বাবস্থাপনা টাস্কফোর্স"-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আফরোজা বেগম
সহকারী প্রধান।

পরিকল্পন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ২২.০০.০০০০.০৭৯.১৪.০৫৭.১৬-২৬২—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইউ-এন রেড বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য নিম্নোক্তভাবে স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) গঠন করা হলো:

সভাপতি

১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৫। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর

৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

৭। উপ-প্রধান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৮। প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)

৯। প্রতিনিধি, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

১০। প্রতিনিধি, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

১১। প্রতিনিধি, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

১২। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা (ওয়ারপো)।

১৩। প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৪। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

১৫। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর

১৬। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-২, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

অবজারভারদ্বয়

১৭। প্রতিনিধি, এফএও

১৮। প্রতিনিধি, ইউএনডিপি

সদস্য সচিব

১৯। প্রকল্প পরিচালক, "ইউ-এন রেড বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচী"।

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত সমস্যাদি নিরসনকল্পে দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- কমিটি বছরে অন্ততঃ দুই বার সভা করবে। বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতি যে কোনো সময়ে সভা আহবান করতে পারবেন;
- কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল হাশেম
সহকারী প্রধান।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১২ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.৪৯.১৩.১৫-২৫৭—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রঃ নং	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
১	রজপাড়া	০৯	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
২	বড় বালিয়াতলী	৪৫	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
৩	কুয়াকাটা	৫৭	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
৪	আলীপুর	৫৮	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
৫	পশ্চিম চর পাঙ্গাশিয়া	২৮	ভোলা সদর	ভোলা
৬	চর মনসা	২৯	ভোলা সদর	ভোলা
৭	দক্ষিণ চর আনন্দ	৩০	ভোলা সদর	ভোলা
৮	চর ভেদরিয়া	৫৬	ভোলা সদর	ভোলা
৯	বাটা মারা	০৮	মুলাদী	বরিশাল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সহকারী উপসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

আদেশ

তারিখ: ২৪ আশ্বিন ১৪২৩/০৯ অক্টোবর ২০১৬

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৪/২০১৬-৪৮৮—যেহেতু, জনাব বিপ্লব চন্দ্র বড়াল, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, গৌরনদী, বরিশাল-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল আর করবেন না মর্মে তিনি লিখিত অঙ্গীকার করায় তাকে লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, তাকে (জনাব বিপ্লব চন্দ্র বড়াল, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, গৌরনদী, বরিশাল)-কে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(এ) মোতাবেক লঘুদণ্ড **"তিরস্কার"** করা হল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

বিদ্যালয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ কার্তিক ১৪২৩/২০ অক্টোবর ২০১৬

নং ৩৮.০০৮.০৩৪.০০.০০.০১০.২০১৪.৫০৬—কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার সদ্য জাতীয়করণকৃত "আরিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়"-এর নাম পরিবর্তন করে ""আরিফপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়" নামকরণ করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
স্বশাসিত সংস্থা-বিসিক শাখা

আদেশ

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪২৩/৩০ অক্টোবর ২০১৬

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬৫.১৫.০০১.১৪-৩১২—আমি আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) ক্যাটাগরির ২৪ (চব্বিশ)টি অস্থায়ী পদ ০১-০৬-২০১১ হতে ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষ এবং ০১-০৬-২০১৫ হতে ৩১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণের সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)
১.	ফিল্ড সুপারভাইজার	০৪ (চার)টি
২.	মাঠ সহকারী	১৮ (আঠারো)টি
৩.	ডায়ার	০২ (দুই)টি
	মোট ০৩ (তিন) ক্যাটাগরির=	২৪ (চব্বিশ)টি

শর্তসমূহ:

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

(২) চতুর্থ শ্রেণির পদে যে সকল কর্মচারী কর্মরত আছেন সে সকল পদ পরবর্তীতে তাদের অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে পদগুলো শূন্য হলে তা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে; এবং

(গ) এতদবিষয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। পদ সংরক্ষণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ: ১৭ কার্তিক ১৪২৩/০১ নভেম্বর ২০১৬

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.১৮.০৩৫.১৫-২১৬৮—বাংলাদেশ রেলওয়ের আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট ফেরত প্রসঙ্গে এ মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৯-২০১৬ তারিখে জারীকৃত ৫৪.০০.০০০০.০০৭.১৮.০৩৫.১৫.১৯৭১ নং পরিপত্রটি আংশিক সংশোধনক্রমে সার্ভিস চার্জ কর্তনের হার নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হলো:

যাত্রা আরম্ভের ১২০ ঘণ্টার বেশি সময়ের ক্ষেত্রে	এসি শ্রেণিতে ২৫ টাকা, প্রথম শ্রেণিতে ২০ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণিতে ১৫ টাকা কর্তনযোগ্য।
যাত্রা আরম্ভের ১২০ ঘণ্টার কম ও ৯৬ ঘণ্টার বেশি সময়ের ক্ষেত্রে	ভাড়ার ৫০% কর্তনযোগ্য।
যাত্রা আরম্ভের ৯৬ ঘণ্টার কম ও ৭২ ঘণ্টার বেশি সময়ের ক্ষেত্রে	ভাড়ার ৭৫% কর্তনযোগ্য।
যাত্রা আরম্ভের ৭২ ঘণ্টার কম সময়ের ক্ষেত্রে	কোন টিকিট ফেরত হবে না।

০২। উপরোল্লিখিত হার আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিটের অপর পার্শ্বে নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ থাকবে।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

মাছুমা নাছরিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৬ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১১.১৬-৫১৪—খুলনার জেলার ডুমুরিয়া থানার মামলা নম্বর-৩৩, তারিখ ৩০-১২-২০১৫ খ্রিঃ, ধারা—সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩)এর ৮/৯/১০ ফয়জুদ্দিন হালদার (৩২) পিতা-ফরিদ উদ্দিন হালদার, সাং কাটেংগাসহ ও অন্যান্য আসামীগণ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে যোগসাজসে নিষিদ্ধ ঘোষিত বই নিজেদের হেফাজতে রাখিয়া অপরাধ সংগঠন ও ষড়যন্ত্র করার অপরাধ। অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ: ৪ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৯ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.২০১৬-৫১৫—ডিএমপি, ঢাকার বিমানবন্দর থানার মামলা নং-০৯, তারিখ ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক বিমানবন্দর থানাধীন এয়ারপোর্ট গোলচত্বর রাস্তার পূর্ব পাশে ট্রাফিক পুলিশ বক্সের সামনে পাকা রাস্তার উপর আসামী মোঃ ইদ্রিস শেখ (৪৯) পিতা-মৃতঃ কাউছার শেখ, সাং-বড়গুনি পূর্বপাড়া হাইস্কুলের সামনে, থানা-চিতলমারী, জেলা-বাগেরহাট এর নিকট হতে বিভিন্ন ব্যক্তির বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিজ হেফাজতে রেখে ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ৩(১) (চ) ধারায় অপরাধ করেছে বিধায় ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ধারা ৩ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম কে হাসান মাহমুদ
সহকারী সচিব।

বহিরাগমন অধিশাখা-৪

আদেশ

তারিখ: ০১ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৬ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৪১.২৫.০৩৩.১২-২১৬—যেহেতু, জনাব এস, এম, শাহজামান, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত) বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা-এ কর্মরত থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে জাল NOC এর ভিত্তিতে সাধারণ পাসপোর্টের পরিবর্তে অফিসিয়াস পাসপোর্ট প্রদানের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় তাঁকে ২০-০৫-২০১৫ তারিখ ৪৪.০০.০০০০. ০৪১.০১.০১৭.১১-৭১ স্মারকমূলে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। সরকারি পাসপোর্ট জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করার জন্য বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব এস, এম, শাহজামান-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। সে প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক গুরুতর "অসদাচরণ" এর অভিযোগ আনয়ন করতঃ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করে ৩০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ মন্ত্রণালয়ের ৪৪.০০.০০০০.০৪১.০১.০১৭.১১-১৭৭ স্মারকমূলে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী কেন সরকারি "চাকরি থেকে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) বা অন্য কোন দণ্ড আরোপ করা হবে না সে মর্মে জবাব প্রদানের জন্য অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার নিকট প্রেরণ করা হয়; এবং

২। যেহেতু, জনাব এস, এম, শাহজামান তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করেন। এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কর্তৃক ২৬-১১-২০১৫ তারিখে অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং তার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিধি অনুযায়ী ০২ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ ৪৪.০০.০০০০.০৪১.২৫. ০৩৩.১২-২৫০ স্মারকমূলে অভিযোগ তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ সাহেদ আলী-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা যথারীতি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

৩। যেহেতু, প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব এস, এম, শাহজামান এর বিরুদ্ধে সরকারি পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) "অসদাচরণ" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কেন সরকারি "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) করা হবে না সে মর্মে ২৫ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ ৪৪.০০.০০০০.০৪১.২৫.০৩৩.১২-৮৮ স্মারকমূলে উক্ত বিধিমালার ৭(৬) বিধি অনুসারে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তিনি উক্ত নোটিশের জবাব ০৮ মে ২০১৬ তারিখ দাখিল করেন; এবং

৪। যেহেতু, জনাব এস, এম, শাহজামান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার জবাব এবং তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রস্তাবিত দণ্ড প্রদানের ব্যাপারে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৭) নং বিধি অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়; এবং

৫। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী জনাব এস, এম, শাহজামান-কে সরকারি "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড প্রদানে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

৬। যেহেতু, উক্ত সুপারিশ মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেছেন; এবং

৭। সেহেতু, এক্ষণে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর (৩)(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক জনাব এস, এম, শাহজামান সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা-কে সরকারি 'চাকরি থেকে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) দণ্ড প্রদান করা হলো।

৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৪১.২৫.০১১.১১-২১৮—বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম-কে সরকারি কর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ১২নং আইন) এর ৪ ধারা অনুযায়ী ৩১-১২-২০১৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে ভূতাপেক্ষ পূর্ণ অবসর প্রদান করা হলো। তিনি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক ছুটি নগদায়ন বা ল্যাম্পগ্র্যান্ট প্রাপ্য হবেন।

২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক ০১-০১-২০১৫ তারিখ হতে ৩০-০৩-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত অতিরিক্ত বেতন/ভাতা ও এর পরবর্তী সময়ে গৃহীত বেতন/ভাতাদি এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা তার প্রাপ্য ল্যাম্পগ্র্যান্ট/পেনশন হতে কর্তন করা হবে।

৩। দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা এবং বয়স ও সার্টিফিকেট জালিয়াতির জন্য তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা নিস্পত্তি হওয়ার পর তার পেনশন প্রাপ্যতার বিষয়টি নিস্পত্তি হবে।

৪। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি এতদসঙ্গে নিস্পত্তি করা হলো।

৫। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

এ, কে, এম মুখলেছুর রহমান
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-২ শাখা

আদেশ

তারিখ: ২৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৫৪.২০১৩-৮৮—যেহেতু, ডাঃ শামীম আরা নিপা (১২০৭৫৫), মেডিকেল অফিসার, জুনিয়র কনসালটেন্ট (ইএনটি) পদের বিপরীতে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মদন, নেত্রকোনা, বর্তমানে নিউরোফিজিওলজী, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স এন্ড হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে গত ০১-০৩-২০১১ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জবাব প্রদান না করায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০১-০৩-২০১১ তারিখ হতে ০৫-০৪-২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৩৬ (ছত্রিশ) দিন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে মতামত প্রদান করেন।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চেয়ে নোটিশের জবাব প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ২৩-১০-২০১৬ তারিখ হতে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

যেহেতু, শুনানীকালে তার বক্তব্য এবং নথির কাগজপত্র পরীক্ষান্তে দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা অনুপস্থিতির কাল নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করিয়ে ছিলেন এবং কর্মস্থলে যোগদানের পর হতে তিনি নিয়মিতভাবে বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন। সার্বিক বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে ০১-০৩-২০১১ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কোন দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, ডাঃ শামীম আরা নিপা (১২০৭৫৫), মেডিকেল অফিসার, জুনিয়র কনসালটেন্ট (ইএনটি) পদের বিপরীতে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মদন, নেত্রকোনা, বর্তমানে নিউরোফিজিওলজী, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স এন্ড হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বক্তব্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় নবীন কর্মকর্তা বিবেচনায় তাকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হলো।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।